দৈনিক সংবাদ

তারিখ 31 MAR 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শিক্ষার দুর্গতি

সুযোগ পেলেই সরকারী কর্মকর্তারা শিক্ষাখাতে উন্নয়নের এক উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেন। তাদের প্রিয় উদাহরণ হলো, এ সরকারের আমলে শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিনা বেতনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নারীশিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। থানায় থানায় স্কুল সরকারীকরণ চলছে। ইত্যাদি। ভাবসাব দেখে মনে হবে, দেশে শিক্ষার জোয়ার এসে গেছে।

শিক্ষাখাতের বাস্তব অবস্থা সরকারের তুলে ধরা উজ্জ্বল চিত্রের সঙ্গে মেলে না। ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে রাজস্ব বাজেটের ১৩·৭ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছিল। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে এর পরিমাণ ১৪ শতাংশ। ০·৩ শতাংশ বৃদ্ধি বড়াই করার মতো কিছু নয়। শিক্ষাখাতে অবশ্য উন্নয়ন বাজেটের হিস্‌সা ঐ সময়ে বেড়েছে ৫·২ শতাংশ থেকে ৮·৪ শতাংশ। তবে বরাদ্দ ও বিনিয়োগে ব্যবধান বিস্তর। যখনই উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ঘাটতির কথা ওঠে তখনই দেখা যায় শিক্ষাখাতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে গাফলতি সবচেয়ে বেশি। অতএব বরাদ্দ করা হলেও আসলে সবটাই যে খরচ করা হয়েছে, তার কোন গ্যারান্টি নেই।

শিক্ষাখাতের উন্নয়নে যারা বিপুল পরিমাণ অর্থ সংস্থান করছেন, সেই দান-অনুদানকারীদের পক্ষ থেকে সম্প্রতি আমাদের দেশের শিক্ষার মান এবং শিক্ষা ব্যবস্থার এক করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ চিত্রটি সরকারী কর্মকর্তাদের তুলে ধরা চিত্রের ঠিক উল্টো।

আগামী মাসে আমাদের সাহায্যদাতাদের যে প্যারিস বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে তার বিবেচনার জন্য বিশ্বব্যাংক এক রিপোর্ট প্রণয়ন করেছেন। পত্রান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সেই রিপোর্টে শিক্ষা সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে যেয়ে বলা হয়েছে যে, আমাদের দেশে শিক্ষাদানের মান অত্যন্ত নিচু। শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নেই। তাদের কাজকর্ম দেখাশোনা করার কোন সুব্যবস্থা নেই। স্কুলগৃহ ও শিক্ষার উপকরণের অভাব। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রতিদিন যেখানে একজন শিক্ষক ৪/৫ ঘন্টা শিক্ষাদানের কাজে ব্যয় করেন সেখানে আমাদের দেশে কাগজে-কলমে মাত্র দু'ঘন্টা, বাস্তবে দেড় ঘন্টার বেশি নয়। এত কম নাকি দুনিয়ার আর কোথাও নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় শতকরা ৫০ ভাগ শিক্ষক বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্লাসের ১০০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য মাত্র একজন শিক্ষক। অথচ ৩০ জনের জন্য একজন শিক্ষক থাকা উচিত।

'পিটিআই' গুলোতে যারা পড়ান তাদের নিজেদেরই শিক্ষাদীক্ষা বা অভিজ্ঞতা তেমন কিছু নেই। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য দক্ষ শিক্ষক গড়ে ওঠে না। শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন মাপকাঠি অনুসরণ করা হয় না। শিক্ষার নিম্নমানের জন্য যোগ্য শিক্ষকের অভাবকেই প্রধানত দায়ী করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার চরম দুর্বলতা অন্যতম মুখ্য কারণ। শিক্ষাখাতের দুর্গতির জন্য বরাদ্দকৃত টাকা-পয়সার অপচয় এবং খরচপত্রে গাফলতিও কম দায়ী নয়। মোদ্দা কথা হলো, শুধু অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে শিক্ষা সম্প্রসারণের কোন গতি হবে না, ব্যবস্থাপনার গুরুতর সমস্যাগুলো দূর করতে হবে।

বিদেশীরা আমাদের দেশের কোন সমস্যা নিয়ে যখন রিপোর্ট প্রণয়ন করেন তখন তারা অনেক কথা রেখে-ঢেকে বলেন। ওয়াকিফহাল মহল জানেন, আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় অপচয়, দুর্নীতি, কর্মবিমুখতা, দলীয় রাজনীতি ও নানা ধরনের গাফিলতি জেঁকে বসেছে। সর্বস্তরে শিক্ষার মান দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে। এই শিক্ষা দিয়ে 'জাতি গঠনের দক্ষ কারিগর' গড়া সম্ভব নয়। বিষয়টি বিদেশী ঋণ-অনুদানকারীদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তারা আর কতদিন ভস্মে ঘি ঢালতে রাজি থাকবেন, সেটাই কথা। শিক্ষাখাতের চরম দুর্গতির জন্য আমাদের কর্মকর্তারা প্যারিস বৈঠকে যেয়ে দাতাগোষ্ঠীর তিরস্কার হজম করে আসবেন। দেশে ফিরে তাদের কাজের ধারা কতটা বদলাবে কেউ বলতে পারবেন না।

শিক্ষার দুর্গতির জন্য উন্নয়নের প্রতিটি খাতেই গতিশীলতার অভাব। দক্ষ মানবসম্পদের অভাবের জন্য বিদেশী বিনিয়োগকারীরা আসতে চান না। আর অশিক্ষা-কুশিক্ষার জন্য জাতি অধঃপাতে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। অযোগ্য শিক্ষকের ছড়াছড়ির জন্য আমরা এক দুষ্টচক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। এই দুষ্টচক্র থেকে বের হওয়া সহজ কাজ হবে না। তবে শিক্ষানুরাগী গণতান্ত্রিক সরকারের কর্মকর্তারা যদি সচেতনভাবে আমূল সংস্কারের উদ্যোগ নেন, তাহলে প্রক্রিয়াটা শুরু হতে পারে।